দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 21 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে : নৌপরিবহন মন্ত্রী

চট্টগ্রামে ৬ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থীকে মেয়রের ব্যতিক্রমী সংবর্ধনা

চট্টগ্রাম ব্যুরো

গতকাল ফাল্গুনের বিকেলে বন্দর নগরীর ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে বসেছিল মেধাবীদের মিলনমেলা। চট্টগ্রামের মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর উদ্যোগে নগরীর ১৫৪টি স্কুল ও মাদরাসার কৃতি ৫ হাজার ৮৯৮ শিক্ষার্থীকে দেয়া পৃঃ ১১ কঃ ১

চট্টগ্রামে ৬ হাজার মেধাবী

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হয় এক ব্যতিক্রমী সংবর্ধনা। এসব মেধাবীরা এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় অর্জন করেছিল জিপিএ-৫। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনে প্রধান অতিথি নৌ-পরিবহন মন্ত্রী ডাঃ আফছারুল আমীন ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তুলে দেন একটি করে সম্মাননা পত্র। তাদের প্রতিজনকে দেয়া হয় দুই হাজার টাকার প্রাইজবন্ড। আর একটি করে কমলা লেবু। সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এক কোটি ২৩ লাখ ২৫ হাজার ৫শ' টাকার প্রাইজবন্ড দেয়া হয় এসব মেধাবীদের।

প্রধান অতিথি ডা: আফছারুল আমীন এ উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের দেয়া এ সংবর্ধনা তাদের চলার পথকে আরো সুগম করবে। আগামী দিনে তারা আরো ভাল করার প্রেরণা পাবে। এরাই আগামী দিনের পৃথিবী। মেধা বিকাশের সুযোগ পেলে এরা জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবে। তিনি বলেন, চট্টগ্রামে শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে হবে। চট্টগ্রামের উন্নয়নের ভার নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে। তিনি এ নগরীতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করবেন। আগামী দিনে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার আন্দোলনে শরীক হতে তিনি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় মননিবেশ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, তোমরাই আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়বে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার একটি শিক্ষিত জাতি গড়তে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠি। এ লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত জাতি। সরকার শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সভাপতির বক্তব্যে বলেন, চট্টগ্রাম নগরীকে শিক্ষানগরীতে পরিণত করতে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নত হতে পারে না। নগরীতে শিক্ষার সুযোগ অপ্রতুল। আর এ জন্য তিনি নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছেন বলে উল্লেখ করেন। সংবর্ধনা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, মেধাবীদের উৎসাহিত করার জন্যই এ আয়োজন। তিনি বলেন এরা আমাদের সন্তান। এদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনে আমরা ব্যর্থ হলে একদিন জবাবদিহি করতে হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রেরণা যোগাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেন।

সংবর্ধিত বাওয়া স্কুলের মেধাবী ছাত্রী রাইসা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মেয়র আংকেল আমাদের যে সংবর্ধনা দিয়েছেন তাতে আমরা আনন্দিত, আমরা উল্লসিত।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. অনুপম সেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর আবু ইউসুফ আলম, চট্টগ্রাম শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ ইউসুফ, ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইকবাল হোসেন, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা প্রফেসর রওশন আখতার হানিফ, শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শহীদুল আলম। শিক্ষার্থী, তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষকদের পদচারণায় গোটা ময়দান ছিল মুখরিত। জীবনের চলার পথে অন্যরকম এক সংবর্ধনা পেয়ে উল্লসিত শিক্ষার্থীরা। অভিভাবকরাও বেজায় খুশি। বিকেল ৩টা থেকে হাজার হাজার শিক্ষার্থী সমবেত হন। পুরস্কারের জন্য স্কুলের নাম ঘোষনার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। একে একে সবার হাতে তুলে দেয়া হয় পুরস্কার সামগ্রী। সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২০০৭ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত মেধাবীরা। এর মধ্যে নগরীর ৯৪টি স্কুলের ৪ হাজার ৮৯০ জন, সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত ৩৭টি স্কুলের ৫২৭ জন, ১৯টি মাদরাসার ৪৮২ জন। জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত ৪টি স্কুলের ৫ জন ছাত্রকে ও সংবর্ধনা দেয়া হয়। উল্লেখ্য, শিক্ষা বিস্তারে সিটি কর্পোরেশন ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে। কর্পোরেশন পরিচালিত ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। কমিউনিটির কলেজ এ ইনস্টিটিউট